Vol. 3 | No. 2 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্চা

Volume	3
Issue	2
Year	1959
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
Published online	December 16, 1959
DOI	10.62328/sp.v3i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v3i2.5
Pages	119-124
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্চা

Check for updates

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা অবধি আজ প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্চা চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও সেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কার্য আরম্ভ করে। এসিয়াটিক সোসাইটির মত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, প্রাচীন পুথির সংকলন ও প্রকাশ এবং প্রাচীন গ্রন্থের গবেষণামূলক সংস্করণ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ক্রমে অন্যান্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ও স্বতন্ত্রভাবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখ ব্যক্তি এইরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে আজ আমরা প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানিতে পারিয়াছি— বিপুল প্রাচীন সম্পদের প্রচুর নিদর্শন আজ আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে এই ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। শিক্ষার উচ্চতম স্তরেও অনেকে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। এই অবস্থায় আত্ম-সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না — আমাদিগকে কঠোরভাবে আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে, আমাদিগের দোষ-ত্রুটি অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে — যাহাতে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আমাদের প্রধান অসুবিধা এই যে, আমাদের গণ্ডী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ফলে কৃতকার্যের নিন্দা ও প্রশংসার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ, বাংলায় বিশেষ করিয়া প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে সার্থক আলোচনা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কর্মীদের উৎসাহের অভাব ঘটে এবং আশানুরূপ ভাল কাজের পরিমাণ খুব কম হয়।

এই কার্যের গুরুত্ব ও ইহার আনুষঙ্গিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করিলে ইহাতে যথোচিত উৎসাহদানের প্রয়োজন অনুভূত হইবে। প্রাচীন পুথির বিবরণ সংকলন ও প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণ প্রণয়ন আপাতদৃষ্টিতে যতটা সহজ মনে হয়, আসলে ইহা তত সহজ নয়। এই কার্যের জন্য বিশেষ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। পুথির বিবরণ প্রণয়নের কাজে দীর্ঘ সময় ও প্রচুর পরিশ্রমের দরকার হয়। পুথির বিষয়বস্তু, ইহার বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করিয়া সমবিষয়ের অন্য পুথির সঙ্গে ইহার পার্থক্য প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গের যথাসম্ভব পরিচয় পুথির বিবরণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস-লাইব্রেরী ও অক্সফোর্ডের বোডলিঅন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথির বিবরণ এই দিক দিয়া আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, এই আদর্শকে আমরা আমাদের কার্যের মধ্যে এখনও প্রতিফলিত করিতে পারি নাই। আমরা সাধারণতঃ পুথির আরম্ভ, মধ্য ও শেষ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের কার্য সমাপ্ত করি। বস্তুতঃ পুথি আলোচনার ব্যাপারে আমরা এখন পর্যন্ত যথোচিত অগ্রসর হইতে পারি নাই। নানা প্রতিষ্ঠানে বিস্তর পুথি সংগৃহীত হইয়াছে সত্য— কিন্তু অনেক সংগ্রহের বিবরণ ত দূরের কথা, কোন তালিকা পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অথচ কোথায় কি পুথি আছে তাহা জানিতে না পারিলে— তাহার বিবরণ না পাইলে এবং পণ্ডিত সমাজের মধ্যে তাহার আদান-প্রদান ও ব্যবহারের সুব্যবস্থা না হইলে পুথির যথোচিত আলোচনা হইতে পারে না—ইহাকে সার্থকভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে না। এ জন্য যেমন দ্রুত সমস্ত সংগ্রহের বিবরণ বা তালিকা সংকলনের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন বিবরণ ও তালিকা অবলম্বনে প্রস্তুত একখানি কোষগ্রন্থের। সংস্কৃত পুথি সম্পর্কে সংকলিত এইরূপ কোষগ্রন্থ 'ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম' যাঁহাদের পুথি ব্যবহার করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য। ইহার আদর্শে বাংলায় একখানি প্রাচীন সাহিত্য-কোষ সংকলনের প্রস্তাব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে গৃহীত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ প্রস্তাব এখন পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই।

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণের উৎকর্ষ ও গৌরব পুথি আলোচনার ত্রুটিহীনতা ও নৈপুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য চাই যথেষ্ট

শিক্ষা ও প্রচুর অভ্যাস। যদৃচ্ছাক্রমে সংগৃহীত একাধিক পুথির একখানির পাঠকে মূলপাঠরূপে গ্রহণ করিয়া অপর পুথিগুলিতে প্রাপ্ত পাঠান্তর লিপিবদ্ধ করিলেই বৈজ্ঞানিক সংস্করণ প্রস্তুত হয় না। লিপিকাল ও লিপিস্থান হিসাবে পুথিগুলিকে সাজাইয়া তাহাদের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আবিষ্কার করিতে পারিলে পাঠবিচার ও পাঠনির্ণয়ের সুবিধা হইতে পারে। একালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সংগৃহীত পুথি এবং ভারত ও বৃহত্তর ভারত হইতে সংগৃহীত অন্যান্য উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া পঞ্চতন্ত্র, মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থের আদর্শ সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে। পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান জুড়িয়া প্রচলিত প্রাচীন গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে এইরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে। তবে একজনের চেষ্টায় এ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার আবশ্যক। চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এইরূপ চেষ্টার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহারই আনুষঙ্গিক ফল শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পর্কে এই জাতীয় চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। দীর্ঘদিন এদিকে আর কোনও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অথচ এ বিষয়ে তৎপর হওয়া আশু কর্তব্য।

যে সমস্ত গ্রন্থের প্রসিদ্ধি ও প্রচার ক্ষুদ্র অঞ্চল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যাহাদের প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা নগণ্য, এক বা দুইখানি মাত্র—তাহাদের স্থলে পুথির তুলনামূলক আলোচনা তেমন সম্ভবপর নয়। তাই সে ক্ষেত্রে পাঠ নির্ণয়ের জন্য বহিঃপ্রমাণের উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়। এ জন্য গ্রন্থ-সম্পাদকের নানা বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া, প্রাচীন সাহিত্যের সহিত ব্যাপক পরিচয় এই প্রসঙ্গে বিশেষ উপযোগী। প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের পুথি প্রায়শই অশিক্ষিত লোকের হস্তলিখিত এবং অশুদ্ধিবহুল। বানানের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রাচীন বাংলা পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অধুনা প্রকাশিত সংস্করণে পুথির বানান অপরিবর্তিত রাখা হইবে বা পরিবর্তিত হইবে এবং পরিবর্তন করিতে হইলে কতটা ও কিরূপ পরিবর্তন সঙ্গত হইবে—তাহা ধীর-ভাবে বিচার করিয়া ঠিক করা দরকার, সম্পাদকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। তাহা ছাড়া, অধুনা অপ্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় অপরিচিত গ্রাম্য আচার-ব্যবহারের যে সব বর্ণনা ইহাদের মধ্যে পাওয়া

যায় তাহাদের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা বা তাৎপর্য গ্রহণ করা দুরূহ। প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, গ্রাম্য ভাষা ও লোকাচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছাড়া এ কার্য সম্ভবপর নয়। অথচ একত্র এরূপ বহুগুণের সমাবেশ দুর্লভ। ফলে প্রাচীন গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণের অভাব অনুভূত হইতেছে—প্রকাশিত সংস্করণের পঠন পাঠনে নানা অসুবিধা দেখা যাইতেছে। এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্বাচিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির অনেক অংশ আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণগুলির টীকা-টিপ্পনী অনেক ক্ষেত্রে ভ্রম ও অপব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে আমরা অনেকটা উদাসীন। গ্রন্থের পংক্তিব্যাখ্যা আজ উপেক্ষিত—প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থের খুঁটি-নাটি ব্যাখ্যা আজ অনাদৃত। এমন কোন গ্রন্থ নাই—যাহার সাহায্যে এই সমস্ত গ্রন্থের অর্থবোধ সুসাধ্য হইতে পারে। প্রাচীন বাংলা শব্দকোষ, গ্রাম্য শব্দকোষ ও লোকাচারকোষ সংকলিত হইলে এ অসুবিধা দূর হইতে পারে। কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ একখানি প্রাচীন বাংলা শব্দকোষ সংকলনের কল্পনা করিয়াছিলেন। সে কল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে সংযোজিত শব্দসূচীর মধ্যে এই শব্দকোষের মূল্যবান উপকরণ সংগৃহীত হইয়া আছে। গ্রাম্য শব্দকোষ সংকলন সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাংলার বিভিন্ন অংশের বহু শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সংগ্রহ পরিষদ পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। অন্য কোন কোন পত্রিকায় ও স্বতন্ত্র পুস্তকেও এইরূপ শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথের অন্তিম অভিলাষ অনুযায়ী একখানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি এ বিষয়ে কৃতকার্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলাম (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৯)। দীর্ঘদিন পূর্বে যে কার্যের সূচনা হইয়াছিল —নানা মনীষী নানাভাবে যাহাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষার পরম প্রয়োজনীয় সেই কার্য আজও উপেক্ষিত অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

হিন্দু বাংলার লৌকিক দেবতা ও লোকাচারের বহু বিবরণ বিক্ষিপ্তভাবে নানা পত্রিকা ও পুস্তকের পৃষ্ঠায় ছড়ান রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিবরণ সংগ্রহের মূল্য সম্বন্ধে ছাত্রসমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই কাজের জন্য ছাত্রদের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আবেদন

কতটা সার্থক হইয়াছিল বলিতে পারি না। তবে, নিয়মবদ্ধভাবে এ বিষয়ে কোনও কাজই এখন পর্যন্ত হয় নাই। আর এক মস্ত অসুবিধা এই যে, কোন বিষয়ে কেহ কিছু প্রকাশ করিলে তাহার সন্ধান পাওয়া ও তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় লাভ করার কোন ব্যবস্থা নাই। নিয়মিত গ্রন্থপঞ্জী বা প্রবন্ধপঞ্জী প্রকাশিত না হইলে এ অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে না। 'সাহিত্য বার্তা' নাম দিয়া কয়েক বৎসর 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় এই পঞ্জী প্রকাশের সূচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে তাহা স্থায়িত্বলাভ করে নাই। ১৩৪৩ সালে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিংশ অধিবেশনে এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় নাই।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অনুশীলন আধুনিকপূর্ব যুগে সাধারণ লোকের মধ্যেই প্রচলিত ছিল — শিক্ষিত-সমাজে ইহার তেমন আদর ছিল না। ক্বচিৎ দুই একজন রাজা নবাব বা রাজদরবারের লোকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কোন কোন লেখকের ভাগ্যে জুটিয়াছে সত্য কিন্তু প্রায় সকলেরই আসল পৃষ্ঠপোষক জনসাধারণ। জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাচীন কবিগন কাব্য রচনা করিতেন। জনসাধারণের আসরে তাঁহাদের কাব্য গীত বা পঠিতও হইত। তাহারা ইহা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিত।

সাধারণ লোকের জন্য রচিত এই সাহিত্য স্বভাবতই শিক্ষিত সমাজের তৃপ্তি বিধান করিতে পারিত না — তাঁহারা সংস্কৃত বা ফারসীর মারফত তাঁহাদের সাহিত্যরস পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেন — নিজেদের মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থ তাঁহারা আলোচনার যোগ্য বিবেচনা করিতেন না। ইহা তাঁহাদের নিকট একরূপ অপাংক্তেয় ছিল। বিশাল সংস্কৃত ও ফারসী সাহিত্যের নিয়মিত পঠন-পাঠন সংগঠন ও সমালোচনে তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতেন। এক দিকে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাদেশিক ভাষায় লঘু সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে অপর দিকে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় উচ্চাঙ্গের লঘু সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে গুরু-গম্ভীর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। জ্ঞানাহরণের জন্য এই সব গ্রন্থ ছিল অপরিহার্য। বাংলা বা অন্য প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ প্রধানত অবসর বিনোদনের যোগ্য ছিল। এই অবস্থায় বাংলা-ভাষায় রচিত সাহিত্য যথোচিত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে অল্পশিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে ইহার আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকায় কালক্রমে নানারূপ

বিকৃতি ও অশুদ্ধি ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে ইহার আসন নির্দিষ্ট হইলেও ইহা ছাত্র-সমাজে বা শিক্ষিত মহলে তেমন সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ছাত্রদের প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা পরীক্ষার প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য চর্চাকে যাঁহারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এমন পণ্ডিতের সংখ্যা নগণ্য। অথচ নিছক সাহিত্যের দিক্ দিয়া এই সাহিত্যের মূল্য যাহাই হউক না কেন ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের দিক্ দিয়া ইহার মূল্য অবিসংবাদিত। প্রকৃত দেশকে যদি জানিতে হয় — দেশের জীবনধারার সঙ্গে যদি পরিচয় লাভ করিতে হয় তাহা হইলে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হইবে—ইহার প্রতিটি পংক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে— ইহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়া অর্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে।

পাক-ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রাদেশিক ভাষায় এমন সমস্ত পুরাণ কাহিনী পাওয়া যায় যেগুলির কোন সন্ধান প্রচলিত পুরাণ গ্রন্থে পাওয়া যায়না। ইহাদের সকলগুলিই যে অর্বাচীন এমন কথা বলা যায় না। হইতে পারে ইহাদের কিছু কিছু সুপ্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ লোক-সাহিত্যে প্রচলিত আখ্যানের কতকগুলিই ব্যাস ও বাল্মীকি সংকলন করিয়া অমর হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে যে সমস্ত কাহিনী পাওয়া যায় না অথচ প্রাচীন প্রাদেশিক সাহিত্যে পাওয়া যায় এরূপ কাহিনী মাত্রই অপ্রাচীন ও উপেক্ষণীয় মনে করা চলে না। পুরাণ কাহিনীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দিক হইতে ইহারা বিশেষ মূল্যবান্ হইতে পারে। তাই ইহাদের সংকলন, সমালোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

আমেদাবাদের অধ্যাপক শ্রী শিবলাল জেসলপুরা কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত অভিমন্যু উপখ্যানের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। এইরূপ আলোচনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন ভাষায় নিবদ্ধ উপখ্যানগুলি সংগ্রহ করা দরকার। বাংলায় প্রচলিত কতকগুলি কাহিনীর পরিচয় কিছুদিন পূর্বে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (৫৬।৪৫—৪৮) প্রকাশিত হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে নানা দিকে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য চর্চার বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে। এজন্য উপযুক্ত কর্মী গড়িয়া তুলিতে হইবে। কর্ম সম্পাদনের যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ আছে তাঁহাদের সকলকেই এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে এবং যথাশক্তি এই কার্যের সহায়তা করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।